আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গলায় ফাঁস লাগিয়ে গৃহবধূর আত্নহত্যা

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে এক গৃহবধূ আত্নহত্যা করেছে। আজ শনিবার দিবাগত রাত ১ টায় নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে। এঘটনায় গৃহবধূর পিতার বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড এরশাদপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ার সালামের মেয়ে ইশিতা খাতুন (২৯)। গত ৫ বছর পূর্বে একই এলাকার লিজুর সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। বৈবাহিক জিবনে তাদের ৩ বছরের একটি কণ্যা সন্তান রয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (১৯শে মে) রাত ১১ টায় ইশিতা তার শিশু কণ্যাকে খাবার খাওয়াচ্ছিলো। শিশুটি কান্না করায় স্বামীর সাথে তর্কবিতর্ক সৃষ্টি হয়।

এঘটনায় রাতে লিজু পিকনিকে অনুষ্ঠানে গেলে সুযোগ বুঝে নিশিতা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যার চেস্টা করে। পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। আত্নহত্যার ঘটনায় ওই গৃহবধূর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করেছে পুলিশ। গতকাল বিকেল ৫ টায় এরশাদপুর গোরস্তানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গা এরশাদপুরে ৭ জুয়াড়ি আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর থেকে ৭ জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর তাঁতীপাড়া থেকে তাদের আটক করা হয়।

এ সময় নগদ ২ হাজার ২৭৮টাকাসহ জুয়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

আকটরা হলেন-মোঃ শরিফুল ইসলাম (৩৫),সাজু বিশ্বাস (৩৭) রাজিব আহম্মেদ ওরফে শিমুল (৩২),রাশেদ (৪৫),টুকু (৫০),কুদ্দুস (৫০),আইনুদ্দিন (৫৮)। তাদের বাড়ি আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে। জুয়া আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরর পর আজ বুধবার আদালতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় জুয়া খেলা অবস্থায় জুয়ার কোর্ট থেকে ৭ জুয়াড়িকে আটক করা হয়। কাল বুধবার তাদের আদালতে পাঠনো হবে।